সমগ্র বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভাইরাস-এর সংক্রমন এবং এই ভাইরাসের প্রতিরোধে পরবর্তীতে লকডাউন-এর প্রেক্ষাপটে—সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তি জীবনে- কোভিড-১৯ এর প্রভাব, -সমস্যা ও সম্ভবনা বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুণীজনের লেখায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ।

ডঃ সচ্চিদানন্দ রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে কর্মরত আছেন। পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক রূপে নিযোজিত আছেন। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধীনে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে দুইবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপক। ভারত সরকারের বিশেষ প্রকল্পে তিনি সফর করেছেন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, কেনিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া। আন্তর্জাতিক যুব সংগঠনের উপদেষ্টা মনোনিত হয়েছেন, ২০১৯ সালে। ইতিপূর্বে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থাপনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া দুটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রে। সমাজমনস্কতা ও মানবিক চিন্তা জগতে তাঁর একান্ত আগ্রহ।

ডঃ সৌমেন রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে বর্তমানে রানীগঞ্জ গার্লস কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে কর্মরত। ইতিপূর্বে বাকুড়ার মালিয়ারা রাজনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পুরুলিয়ার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন এক দশক। ইতিপূর্বে পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিরষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস অ্যাকাডেমির আজীবন সদস্য হিসাবে বক্তৃতা করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রে ও দেশীয় পর-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন 'বহুমাত্রিক বিবেকানন্দ : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গ্রন্থটি। সমাজ মনস্কতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে তিনি ঢাকা ইন্টারন্যাশানাল ইউথ অর্গানাইজেশন তরফ থেকে সম্মানিত হয়েছেন ২০২০ সালে। মানুষের মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পক্ষে সদা আগ্রহী তিনি।

978-81-929244-5-8

মূল্য :- ৮৫০ /-

কোভিড-১৯ ও সমকালীন বিশ্ব : বিস্ময় ও ভাবনা

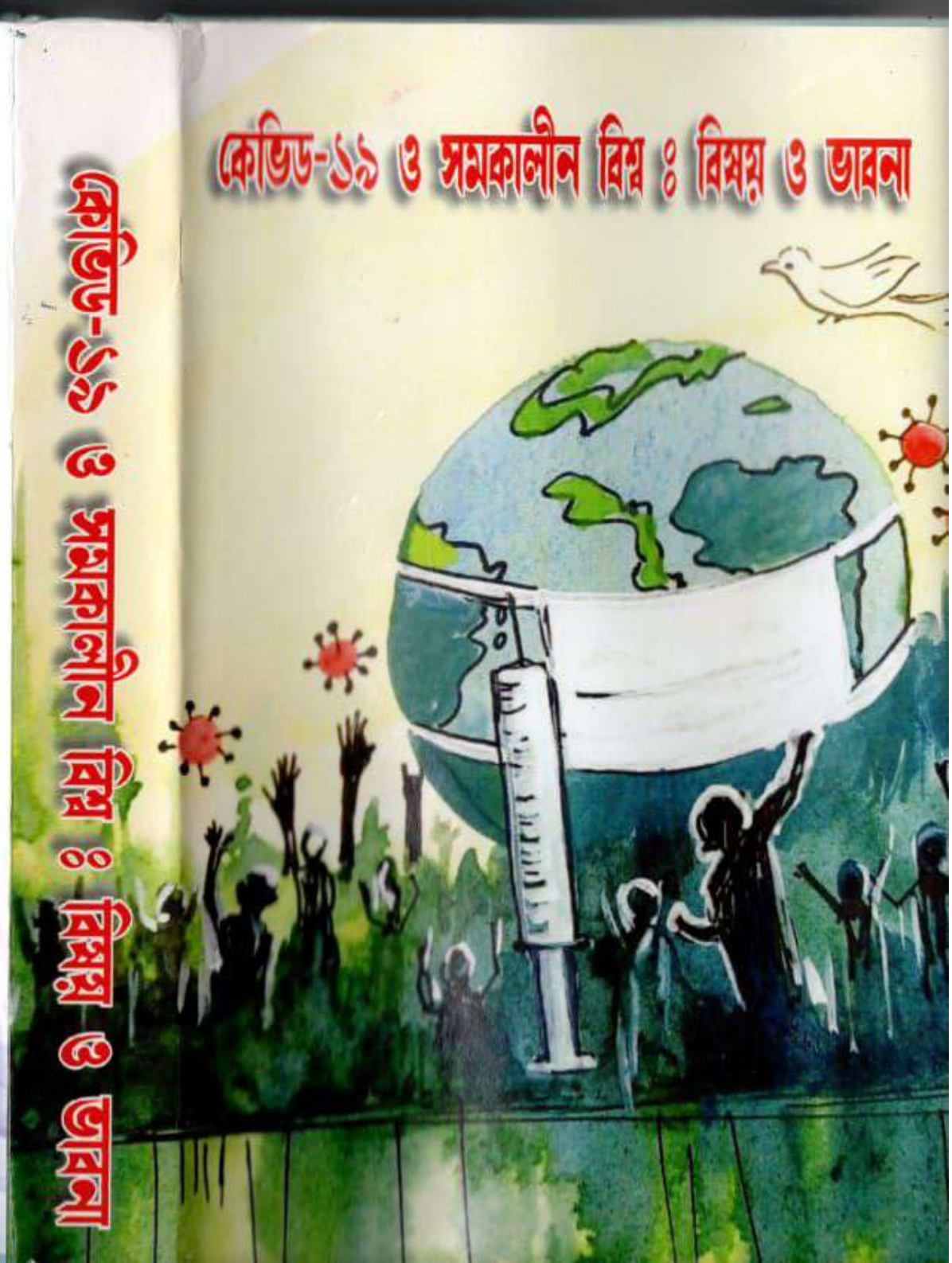

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক বিশ্বায়ন থেকে চীন কেন্দ্রিক বিশ্বায়নে চলে যাওয়া—আমেরিকার সামনে দুটো রাস্তা খোলা-যদি তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হয় নিজেদের বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে জাহির করা তবে তাদের চীনের সঙ্গে নিষ্ফল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রাধান্য বজায় রাখার দ্বন্দ্বে অবতীর্ন হতে হবে। আর যদি আমেরিকার লক্ষ্য হয় নিজের নাগরিকদের জীবনের মান উন্নয়ন-যাদের সামাজিক অবস্থানের ইতিমধ্যেই অবনতি হয়েছে তাহলে তাদের চীনের সঙ্গে সহযোগিতার পথ নির্ধারন হবে। বিজ্ঞপরামর্শদাতারা নিশ্চয়ই সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের পথকেই উত্তম বলে পরামর্শ দেবেন। যদিও আমেরিকার আজকের বিদ্বেষপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের পরামর্শ দেওয়া বিশেষজ্ঞদের মতামত কতটা গ্রহনযোগ্য হবে তা নিয়ে সংশয় আছে।" করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে চীন বিশ্বের সমস্ত দেশের থেকে এগিয়ে রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও একচেটিয়া ব্যবস্থার সুযোগে চীনের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সবচেয়ে বেশি পরিমানে উদ্বৃত্ত জমা হয়। এর ফলে চীনে রাষ্ট্রের হাতে বিপুল পুঁজি রয়েছে যাকে করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কাজে লাগাতে পারবে। যা আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত দেশগুলির অধিকাংশ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের লেঃ গর্ভনর ডন প্যাট্রিক ফক্স নিউজ চ্যানেলে টাকার কার্লসনের শো-তে বলেছেন—"তিনমাসের বেশি শাটডাউন চললে আমেরিকার পতন ঘটবে।" এবং পতনের আশঙ্কাটি এতটাই মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে যে ওই শোতে প্যাট্রিক সাহেব আবেদন জানিয়েছেন "আমেরিকার অর্থনীতিকে রক্ষা করতে, তরুন প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে স্বেচ্ছায় জীবনদান করুন প্রবীণ, বর্ষীয়ানরা।" লেখাটা শেষ করবো পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক লরি গ্যারেটের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি লিখেছেন—

"করোনা ভাইরাস মহামারী কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবই ফেলবে না, বরং আরও মৌলিক পরিবর্তনের দিকে পদক্ষেপ করবে।"

Reference :

1. www.google.com
2. আনন্দবাজার পত্রিকা
3. টেলিগ্রাফ

অতিমারী প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

সুপ্রতীম সেনগুপ্ত*

"আমাদের দেখা হোক মহামারী শেষে
আমাদের দেখা হোক জিতে ফিরে এসে
আমাদের দেখা হোক জীবাণু ঘুমালে,
আমাদের দেখা হোক সবুজ সকালে।"

—জীবনানন্দ দাশ

ব্যাধি যখন ব্যক্তিগত শারীরবৃত্তিয় সমস্যার পর্যায় অতিক্রম করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসংকটের ব্যাপ্তি অর্জন করে তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে মারী, মহামারী, অতিমারী ইত্যাদি অভিধায় ব্যবহার হয়। এই তিনটি শব্দ স্বাস্থ্যসংকটের তিনটি স্তর, যা বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া রোগ বিশেষের সংক্রমণের ব্যাপ্তির তিনটি পর্যায়কে চিহ্নিত করে; ইংরেজিতে এই পর্যায় বা স্তর তিনটি হল—Endemic, Epidemic এবং Pandemic মহামারী শব্দটি ছোটো কিন্তু এর অর্থ সামলোনো কঠিন। শতবর্ষে বোধ হয় একবার ঘুরে আসে এই মহামারী। এই মহামারীর ইতিহাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা গুগল সার্চ করলে জানা যায়। এখনও পর্যন্ত আমরা জানি কলেরা, প্লেগ, গুটিবসন্ত, স্প্যানিশ ফ্লু ইত্যাদি সংক্রমক রোগের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। বাংলা সাহিত্যেও এই সমস্ত মহামারির কথা যথেষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে অর্থাৎ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ লগ্নে "করোনা অতিমারী" সমগ্র বিশ্বজুড়ে সকলকে পর্যদুস্ত করে দেবে এটা কোনো শাসক থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক, সাধারণ মানুষ কেউই ভাবতে পারেনি। আমরা ভাবতে পারিনি যে রাজা-প্রজা, উচ্চ-নিম্ন থেকে শুরু করে মুড়ি-মুড়কি সকলেরই একদর হয়ে যাবে অর্থাৎ সকলকেই মুখোশ পরিহিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হবে। নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর প্রথম সংক্রমণ ঘটে চিনের উবেই প্রদেশের উহান শহরে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বা

* *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পঃ বঃ।*